দৈনিক ইত্তেফাক
92
তারিখ ••• APR. 1 0 1999
পৃষ্ঠা: ২ কলাম ৮

দাগনভূঁইয়ায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষে ১০ জন গুলীবিদ্ধ

ছাগলনাইয়া সংবাদদাতা ॥ দাগনভূঁইয়া থানা সদরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে দুই দফা বন্দুকযুদ্ধে উভয়পক্ষে অন্ততঃ ১০ জন গুলীবিদ্ধ হয়।

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

দাগনভূঁইয়ায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তন্মধ্যে ছয়জনকে দাগনভূঁইয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হইয়াছে। নিরাপত্তার কারণে অন্যদের গোপনে চিকিৎসা দেওয়া হইতেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উক্ত থানার আলাইয়ারপুরে প্রায় দুই ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ চলে। এ সময় সমগ্র এলাকায় আতংক ছড়াইয়া পড়ে এবং ফেনী-মাইজদী সড়কে যান চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। লোকজন দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষা করে। এখানে আবদুর রহমান, মানিক, মনির, রিপন ও খোকন গুলীবিদ্ধ হয়। তাহারা দাগনভূঁইয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। ইহাছাড়া এখানে পুলিশ কনষ্টেবল খায়ের ও এএসআই কাশেম ছররা গুলীতে জখম হয়। এখানে আহত অন্যদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনার জের ধরিয়া গতকাল (শুক্রবার) সকালে দাগনভূঁইয়া বাজারে দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ বাধে। প্রায় আড়াই ঘন্টাব্যাপী এই সংঘর্ষকালে গোটা দাগনভূঁইয়া বাজার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সকল দোকানপাট বন্ধ এবং ফেনী-মাইজদী সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। উভয়পক্ষের বোমা ও গুলীর শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হইয়া উঠে। আটকা পড়া যানবাহনে শত শত যাত্রী প্রচন্ড গরমের মধ্যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হইলেও তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। উল্লেখ্য, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনা, দফায় দফায় সংঘর্ষ ও সহিংসতার কারণে লক্ষাধিক দাগনভূঁইয়াবাসীর জানমাল বিপদসংকুল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে সংঘর্ষ-সংঘাত-হামলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।